ইত্তেফাক

তারিখ ... 10/12/77 ... ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

067

বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসঙ্গে

সরকার অদূর ভবিষ্যতে ছেলেদের জন্য একটি ও মেয়েদের জন্য একটি মোট দুইটি পলি-টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, ২২টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হইলে প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৪টি মনো-টেকনিক এবং ৫০টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাহিদানুপাতিক নয় বলিয়াই সরকার উল্লিখিত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।

এই চিন্তা-ভাবনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের দিক হইতে চিন্তা করিলেও এর অপরিহার্যতা উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল, মানুষকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করা। যে শিক্ষা শেষে বেকারত্ব মাথায় নিয়া ভাতের কাঙ্গাল হইতে হয় তাহার প্রকৃত কোন মূল্য নাই। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সাত-আট লক্ষ শিক্ষিত বেকার রহিয়াছেন। পিতা মাতার কষ্টার্জিত অর্থে তাঁহারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ছাড়পত্র লাভ করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় এঁদের প্রায় সকলেরই চোখে ছিল রঙ্গীন স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তব জীবনে আসিয়া অনেকেরই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গিয়াছে। কর্ম সংস্থানের সুযোগ আজ এতই সীমিত যে, একজনের অবসর গ্রহণ কিংবা চিরবিদায় গ্রহণ সাপেক্ষে অন্যজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না বলিলেই চলে। এইসব বেকার ছেলে-মেয়ে যে এটা-ওটা হাতের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, সে উপায়ও নাই। কারণ তাঁহাদের শিক্ষা পুঁথিগত ও তাত্ত্বিক।

এই শিক্ষার কোন মূল্য বা প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলি না। প্রকৃতপক্ষে কোন সত্যিকার শিক্ষাই মূল্যহীন নয়। প্রত্যেকটিরই একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে। তবে সাধারণ শিক্ষাকে কোন রকম হেয় না করিয়াও বলা যায় যে, আধুনিক যুগে কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োজন সমধিক। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে এই যুগ পূর্ববর্তী যুগ অপেক্ষা ভিন্ন। এই যুগকে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার যুগ। জীবনের প্রায় প্রতিক্ষেত্রে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই যুগে জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যাকে বিজ্ঞান স্পর্শ না করিয়াছে। হাল-কর্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন। কোন একটি কারিগরি জ্ঞান থাকিলে উহাকে মূলধন করিয়া কিছু না কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করা যায়। তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিতেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই জোর দেওয়ার প্রয়োজন আরও বেশী। এবং তা অন্যান্য অনেক কারণ ছাড়া এই কারণেও যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সনাতন জীবনধারার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করিতেছে যে, হাতে-কলমে কিছু একটা করিয়া খাওয়ার মত শিক্ষা না থাকিলে জীবনের গ্লানি হইতে নির্বাণ লাভের উপায় নাই। পক্ষান্তরে, উন্নতিশীল দেশ বিধায় রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োজন তো আছেই। তাই আরও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ সমর্থনযোগ্য। তবে প্রসঙ্গক্রমে এইটুকুও বলা দরকার যে, ঢাক-ঢোল পিটাইয়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরবর্তী দশা কি হইয়াছে আমরা তা জানি। তাই 'শেষ ভালো' না দেখা পর্যন্ত বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। শুধু এইটুকু বলি, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সর্বব্যাপক নৈরাজ্য চলিতেছে এর প্রতিকারের উপর উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভরশীল। ঘুণে জর্জর এবং জঞ্জালপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়া কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। তাই এইদিকের সংস্কারের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।